খালেদা জিয়ার জামিন শুনানি শেষ, আদেশ বেলা ২টায়

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দণ্ডিত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের ওপর শুনানি শেষ হয়েছে। আজ বেলা ২টায় শুনানির ওপর আদেশ দেবেন হাইকোর্ট বেঞ্চ।

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হক সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ শুনানি গ্রহণ করে এ সময় ধার্য করেন।

খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। এ সময় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, খন্দকার মাহবুব হোসেন, মাহবুব উদ্দিন খোকন, বদরুদ্দোজা বাদল, কায়সার কামাল, সগির হোসেন লিওন ও ফারুক হোসেন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।

এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে হাইকোর্ট বেঞ্চে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সবশেষ স্বাস্থ্য প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বিএসএমএমইউর প্রতিবেদনে জানানো হয় যে, এই হাসপাতালের অধীনে উন্নত চিকিৎসায় খালেদা জিয়া সম্মতি দেননি।

আদালতের নির্দেশানুযায়ী বুধবার খালেদা জিয়ার চিকিৎসাসংক্রান্ত মেডিকেল রিপোর্ট জমা দেয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। তবে আর্থ্রাইটিসের উন্নত চিকিৎসার জন্য তিনি সম্মতি দেননি বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবীরা।

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জামিন আবেদনের ওপর আদেশকে কেন্দ্র করে সবার চোখ আজ উচ্চ আদালতের দিকে। খালেদা জিয়া কি জামিন পাবেন? নাকি আবেদন খারিজ হয়ে যাবে? এ নিয়ে জনমনে রয়েছে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা। বিএনপি নেতা ও আইনজীবীরা বলছেন, ন্যায়বিচার পেলে খালেদা জিয়া জামিন পাবেন বলে আশাবাদী। তবে দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বুধবারই বলেছেন– খালেদা জিয়ার জামিন পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

বুধবার সুপ্রিমকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বরাবর বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদন জমা দেন বলে জানিয়েছেন সুপ্রিমকোর্টের স্পেশাল অফিসার মো. সাইফুর রহমান।

তিনি বলেন, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিএসএমএমইউর আইনজীবী তানিয়া আকতার বিএনপি চেয়ারপারসনের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন সুপ্রিমকোর্ট রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে হস্তান্তর করেন।

এর আগে ২৩ ফেব্রুয়ারি জিয়া চ্যারিটেবল মামলায় জামিন আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কেএম জহিরুল হকের যুগ্ম-বেঞ্চ বুধবার বিকাল ৫টার মধ্যে বিএসএমএমইউ উপাচার্যকে কোনোরকম ব্যর্থতা ছাড়াই এ প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বুধবার বিকাল ৫টার মধ্যে সুপ্রিমকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বরাবর ওই প্রতিবেদন দাখিল এবং পাশাপাশি মামলার শুনানির জন্য বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করা হয়েছিল। বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে খালেদা জিয়া অ্যাডভান্স থেরাপির জন্য সম্মতি দিয়েছেন কিনা, সম্মতি দিলে চিকিৎসা শুরু হয়েছে কিনা এবং বর্তমান তার কী অবস্থা তা জানিয়ে প্রতিবেদন বুধবারের মধ্যে দিতে বলা হয়।

সেদিন খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। এ সময় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, খন্দকার মাহবুব হোসেন, মাহবুব উদ্দিন খোকন, বদরুদ্দোজা বাদল, কায়সার কামাল, সগির হোসেন লিওন ও ফারুক হোসেন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।

ওই দিন শুনানিতে জয়নুল আবেদীন বলেন, আমরা একমাত্র স্বাস্থ্যগত কারণে আবার আদালতে এসেছি। খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যগত অবস্থা আগের থেকে অনেক খারাপ। তিনি ৫ মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। নিজের হাতে খেতেও পারেন না। খাবার খেলেও তিনি প্রায় বমি করেন।

খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করার পর পরিবারের সদস্যরা গণমাধ্যমকে বলেন, তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এভাবে থাকলে তার কখন কী হয়ে যায় তা বলা যায় না। তাই আমরা তার জামিন প্রার্থনা করছি।

খালেদা জিয়ার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার প্রতিবেদন দিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ভিসির প্রতি

নির্দেশনা চেয়ে করা আবেদন তুলে ধরেন জয়নুল আবেদীন। তিনি বলেন, ‘প্রয়োজনে তার স্বাস্থ্যগত সর্বশেষ অবস্থা কী, সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন চাইতে পারেন।’

শুনানিতে জামিনের বিরোধিতা করে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন, এর আগে এ আদালতে একই আবেদন করা হয়েছে এবং আপিল বিভাগে খারিজ হয়েছে। আপিল বিভাগে খারিজ হওয়া আবেদন এবং এ আবেদন পুনরাবৃত্তি মাত্র।

আপিল বিভাগ তো বলেছেন উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তার সম্মতিতে সেটি করা হবে। এ ছাড়া তার চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ওষুধ বাংলাদেশে রয়েছে। এর পর হাইকোর্ট খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুনানি মুলতবি করেন।

দুর্নীতির দুই মামলায় ১৭ বছরের দণ্ড মাথায় নিয়ে কারাবন্দি খালেদা জিয়া এপ্রিল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দল ও পরিবারের সদস্যরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে অন্য হাসপাতালে নিতে চাইলে তাতে অনুমতি মেলেনি।

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় জামিন চেয়ে এর আগেও হাইকোর্টে আবেদন করেন খালেদা জিয়া। কিন্তু অপরাধের গুরুত্ব, সংশ্লিষ্ট আইনের সর্বোচ্চ সাজা এবং বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়াসহ অন্য আসামিদের করা আপিল শুনানির জন্য প্রস্তুত- এমন তিন বিবেচনায় হাইকোর্ট বেঞ্চ ৩১ জুলাই সেই আবেদন খারিজ করে দেন। এর পর খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা আপিল বিভাগে যান। কিন্তু খালেদা জিয়া জামিন পাননি।

১২ ডিসেম্বর আপিল বিভাগ কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়ে জামিন আবেদনটি খারিজ করে দেন। আপিল বিভাগের ওই রায়ে বলা হয়, বিএনপি চেয়ারপারসনের সম্মতি থাকলে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে দ্রুত ‘অ্যাডভান্সড ট্রিটমেন্ট’ দেয়ার পদক্ষেপ নিতে।

সেই রায় ১৯ জানুয়ারি প্রকাশিত হওয়ার পর হাইকোর্টে নতুন করে জামিন আবেদন করার উদ্যোগ নেন খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা। ৩৬টি মামলার মধ্যে ৩৪টি মামলায় খালেদা জিয়া জামিনে আছেন বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবীরা।খালেদা জিয়ার জামিন শুনানি শেষ, আদেশ বেলা ২টায়

যুগান্তর রিপোর্ট
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০, ১১:৩৮ | অনলাইন সংস্করণ

খালেদা জিয়ার জামিন শুনানি শেষ, আদেশ দুপুর ২টায়
জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দণ্ডিত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের ওপর শুনানি শেষ হয়েছে। আজ বেলা ২টায় শুনানির ওপর আদেশ দেবেন হাইকোর্ট বেঞ্চ।

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হক সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ শুনানি গ্রহণ করে এ সময় ধার্য করেন।

খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। এ সময় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, খন্দকার মাহবুব হোসেন, মাহবুব উদ্দিন খোকন, বদরুদ্দোজা বাদল, কায়সার কামাল, সগির হোসেন লিওন ও ফারুক হোসেন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।

এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে হাইকোর্ট বেঞ্চে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের সবশেষ স্বাস্থ্য প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বিএসএমএমইউর প্রতিবেদনে জানানো হয় যে, এই হাসপাতালের অধীনে উন্নত চিকিৎসায় খালেদা জিয়া সম্মতি দেননি।

আদালতের নির্দেশানুযায়ী বুধবার খালেদা জিয়ার চিকিৎসাসংক্রান্ত মেডিকেল রিপোর্ট জমা দেয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। তবে আর্থ্রাইটিসের উন্নত চিকিৎসার জন্য তিনি সম্মতি দেননি বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবীরা।

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জামিন আবেদনের ওপর আদেশকে কেন্দ্র করে সবার চোখ আজ উচ্চ আদালতের দিকে। খালেদা জিয়া কি জামিন পাবেন? নাকি আবেদন খারিজ হয়ে যাবে? এ নিয়ে জনমনে রয়েছে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা। বিএনপি নেতা ও আইনজীবীরা বলছেন, ন্যায়বিচার পেলে খালেদা জিয়া জামিন পাবেন বলে আশাবাদী। তবে দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বুধবারই বলেছেন– খালেদা জিয়ার জামিন পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

বুধবার সুপ্রিমকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বরাবর বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদন জমা দেন বলে জানিয়েছেন সুপ্রিমকোর্টের স্পেশাল অফিসার মো. সাইফুর রহমান।

তিনি বলেন, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিএসএমএমইউর আইনজীবী তানিয়া

আকতার বিএনপি চেয়ারপারসনের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন সুপ্রিমকোর্ট রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে হস্তান্তর করেন।

এর আগে ২৩ ফেব্রুয়ারি জিয়া চ্যারিটেবল মামলায় জামিন আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কেএম জহিরুল হকের যুগ্ম-বেঞ্চ বুধবার বিকাল ৫টার মধ্যে বিএসএমএমইউ উপাচার্যকে কোনোরকম ব্যর্থতা ছাড়াই এ প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বুধবার বিকাল ৫টার মধ্যে সুপ্রিমকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বরাবর ওই প্রতিবেদন দাখিল এবং পাশাপাশি মামলার শুনানির জন্য বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করা হয়েছিল। বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে খালেদা জিয়া অ্যাডভান্স থেরাপির জন্য সম্মতি দিয়েছেন কিনা, সম্মতি দিলে চিকিৎসা শুরু হয়েছে কিনা এবং বর্তমান তার কী অবস্থা তা জানিয়ে প্রতিবেদন বুধবারের মধ্যে দিতে বলা হয়।

সেদিন খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী জয়নুল আবেদীন। এ সময় ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, খন্দকার মাহবুব হোসেন, মাহবুব উদ্দিন খোকন, বদরুদ্দোজা বাদল, কায়সার কামাল, সগির হোসেন লিওন ও ফারুক হোসেন আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম।

ওই দিন শুনানিতে জয়নুল আবেদীন বলেন, আমরা একমাত্র স্বাস্থ্যগত কারণে আবার আদালতে এসেছি। খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যগত অবস্থা আগের থেকে অনেক খারাপ। তিনি ৫ মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। নিজের হাতে খেতেও পারেন না। খাবার খেলেও তিনি প্রায় বমি করেন।

খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করার পর পরিবারের সদস্যরা গণমাধ্যমকে বলেন, তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এভাবে থাকলে তার কখন কী হয়ে যায় তা বলা যায় না। তাই আমরা তার জামিন প্রার্থনা করছি।

খালেদা জিয়ার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার প্রতিবেদন দিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ভিসির প্রতি নির্দেশনা চেয়ে করা আবেদন তুলে ধরেন জয়নুল আবেদীন। তিনি বলেন,

‘প্রয়োজনে তার স্বাস্থ্যগত সর্বশেষ অবস্থা কী, সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন চাইতে পারেন।’

শুনানিতে জামিনের বিরোধিতা করে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন, এর আগে এ আদালতে একই আবেদন করা হয়েছে এবং আপিল বিভাগে খারিজ হয়েছে। আপিল বিভাগে খারিজ হওয়া আবেদন এবং এ আবেদন পুনরাবৃত্তি মাত্র।

আপিল বিভাগ তো বলেছেন উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তার সম্মতিতে সেটি করা হবে। এ ছাড়া তার চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ওষুধ বাংলাদেশে রয়েছে। এর পর হাইকোর্ট খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুনানি মুলতবি করেন।

দুর্নীতির দুই মামলায় ১৭ বছরের দণ্ড মাথায় নিয়ে কারাবন্দি খালেদা জিয়া এপ্রিল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দল ও পরিবারের সদস্যরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে অন্য হাসপাতালে নিতে চাইলে তাতে অনুমতি মেলেনি।

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় জামিন চেয়ে এর আগেও হাইকোর্টে আবেদন করেন খালেদা জিয়া। কিন্তু অপরাধের গুরুত্ব, সংশ্লিষ্ট আইনের সর্বোচ্চ সাজা এবং বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়াসহ অন্য আসামিদের করা আপিল শুনানির জন্য প্রস্তুত- এমন তিন বিবেচনায় হাইকোর্ট বেঞ্চ ৩১ জুলাই সেই আবেদন খারিজ করে দেন। এর পর খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা আপিল বিভাগে যান। কিন্তু খালেদা জিয়া জামিন পাননি।

১২ ডিসেম্বর আপিল বিভাগ কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়ে জামিন আবেদনটি খারিজ করে দেন। আপিল বিভাগের ওই রায়ে বলা হয়, বিএনপি চেয়ারপারসনের সম্মতি থাকলে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে দ্রুত ‘অ্যাডভান্সড ট্রিটমেন্ট’ দেয়ার পদক্ষেপ নিতে।

সেই রায় ১৯ জানুয়ারি প্রকাশিত হওয়ার পর হাইকোর্টে নতুন করে জামিন আবেদন করার উদ্যোগ নেন খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা। ৩৬টি মামলার মধ্যে ৩৪টি মামলায় খালেদা জিয়া জামিনে আছেন বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবীরা।

সুপ্রিম কোর্ট এলাকায় কড়া নিরাপত্তা

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন শুনানিকে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্ট এলাকায় রোববার সকাল থেকেই ব্যাপক নিরাপত্তা লক্ষ্য করা গেছে।

সুপ্রিম কোর্টের মাজার গেটের প্রবেশপথে তল্লাশি এবং পরিচয়পত্র চেক করে জনসাধারণকে সুপ্রিমকোর্ট এলাকায় প্রবেশ করতে দিচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

আদালত সূত্রে জানা যায়, জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনটি দিনের কার্যতালিকার এক নম্বর ক্রমিকে রয়েছে।

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হকের হাইকোর্ট বেঞ্চে এ বিষয়ে শুনানি হতে পারে।

এর আগে ১৯ ফেব্রুয়ারি আবেদনটি উপস্থাপনের পর আদালত ২৩ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করেছিলেন।

ওইদিন আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি আবেদনটি হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় দায়ের করেন খালেদা জিয়ার আইনজীবী সগীর হোসেন লিয়ন।

এর আগে গত বছরের ১২ ডিসেম্বর এ মামলায় তার জামিন আবেদন পর্যবেক্ষণসহ খারিজ করে দিয়েছিলেন আপিল বিভাগ।

উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়ার জামিন চেয়ে গত মঙ্গলবার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় আবেদনটি জমা দেয়া হয়।

বুধবার খালেদা জিয়ার আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন আবেদনটি আদালতে উপস্থাপন করেন।

তখন বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারক ওবায়দুল হাসান বলেছিলেন, এর আগে তো আমরা এই আবেদনটি খারিজ করেছিলাম। পরে আপিল বিভাগও সেটি বহাল রেখেছেন। জবাবে খন্দকার মাহবুব বলেন, আমরা তো আবারও আসতে পারি। জামিন চাইতে বারবার আসতে তো বাধা নেই। বিচারক তখন বলেন, ঠিক আছে, আমরা বিষয়টি রোববার শুনব।

শুনানিতে খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, অসুস্থতা ও বয়স বিবেচনায় ‘মানবিক কারণে খালেদা জিয়ার জামিন চেয়ে আবেদনে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে তার উন্নত চিকিৎসা হচ্ছে না। জামিন পেলে তিনি চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে চান।

আবেদনকারীর (খালেদা জিয়ার) শারীরিক অবস্থার দিন দিন অবনতি হচ্ছে। তিনি এখন গুরুতর অসুস্থ। অন্যের সাহায্য ছাড়া চলাফেরা করতে পারেন না, খেতে পারছেন না। এমনকি ওষুধও নিতে পারছেন না। তাই দ্রুত তাকে যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত দেশে নিয়ে আধুনিক, উন্নত চিকিৎসা বা থেরাপি দেয়া প্রয়োজন। তার এই অসুস্থতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আধুনিক উন্নত থেরাপি বা চিকিৎসার স্বার্থে নতুন করে জামিন আবেদনটি করা হয়েছে।

দুর্নীতির দুই মামলায় মোট ১৭ বছরের দণ্ড মাথায় নিয়ে কারাবন্দি সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গত এপ্রিল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দল ও পরিবারের সদস্যরা তাকে অন্য হাসপাতালে নিতে চাইলেও তাতে অনুমতি মেলেনি।

সুত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

# [redacted]

[redacted]

---

# [redacted]

এ সময় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রিজভী আহমেদ দাবি করেন, রাজধানীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হচ্ছে হরতাল। তিনি বলেন, সরকার বিএনপির হরতালকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করেছে। জনগণ বিএনপির দাবির প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছে।

এদিকে হরতাল ঘিরে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিপুলসংখ্যক আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া রাজধানীতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। নির্বাচনী দায়িত্বের অংশ হিসেবে মাঠে রয়েছে বিজিবিও।

ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনের ফল বর্জন করে শনিবার রাতে রাজধানীতে হরতালের ডাক দেয় বিএনপি। এতে সমর্থন দেয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট।

বিএনপির ডাকা হরতালে বাস চালানোর ঘোষণা দিয়েছে পরিবহন মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি।

শনিবার রাতে বিএনপি হরতালের ঘোষণা দেয়ার পরপরই সমিতির সভাপতি মশিউর রহমান রাঙ্গা ও মহাসচিব খন্দকার এনায়েত উল্লাহ বলেন, রোববার রাজধানীতে বাস চালবে।

সুত্র-যুগান্তর

ঢাবি ভিসির কাছে দোয়া চাইতে গেলেন ইশরাক

এ সময় আসন্ন নির্বাচনে তিনি ভিসির কাছ থেকে দোয়া ও সহযোগিতা চান। তিনি নিজের একটি পোস্টার ভিসির হাতে তুলে দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো.

আখতারুজ্জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে বিএনপির মেয়রপ্রার্থী প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ভবনে এসে সাক্ষাৎ করেন বিএনপির এই প্রার্থী।

এ সময় ইশরাক বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক রয়েছে। আমার বাবা, আমার মা, আমার বোন এখান থেকে পড়াশোনা করেছেন। স্যার আমি এখানে এসেছি আপনার কাছে দোয়া চাইতে। আমার ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছা ছিল রাজনীতি করার। এরজন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। আমি যদি মেয়র নির্বাচিত হই তাহলে সিটি করপোরেশনের সব সমস্যা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করব। এছাড়া মানুষের সব ধরনের অধিকার নিয়ে আমি কাজ করতে চাই। আমি জনসভায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চাই।

তার কথা শুনে অধ্যাপক আখতারুজ্জামান বলেন, আশা করছি সামনের নির্বাচনে একটি সুষ্ঠু এবং সাবলীল পরিবেশ থাকবে। এখানে আসার জন্য আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি আ ব ম ইউসুফ হায়দার, সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক মোরশেদ হাসান খান, অধ্যাপক লুৎফর রহমান, সাবেক আহবায়ক অধ্যাপক আকতার হোসেন খান, অধ্যাপক ড. আবদুর রশিদ, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলুল হক মিলন, প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, বিএনপি নেতা কামরুজ্জামান রতন, যুবদলের সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, চেয়ারপারসনের মিডিয়া উইং সদস্য শামসুদ্দিন দিদার, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি রাজীব আহসান, ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন, সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামলসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভিসির সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে ইশরাক নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন ক্যাম্পাসে।

সুত্র-যুগান্তর

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

---

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সাবেক এমপি মসিউর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর থানা বিএনপির সাধারন সম্পাদক অ্যাড. আব্দুল আলিম, এনামূল কবির মুকুল, শাহজাহান আলি, জেলা কৃষকদলের সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, কালিচরনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো: দেলোয়ার হোসেন,

জেলা যুবদলের সভাপতি আহসান হাবিব রোনক, আজিজুল ইসলাম লিটন, জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম, সহ-সভাপতি শাহিনুর রহমান মূন্সি, মেহেদী হাসান প্রমূখ।

আলোচনা সভার আগে ঢাকা কমিউনিটি সেন্টারের নিচ থেকে একটি র্যালী হয়ে আলোচনা সভায় অংশ নেয় দলটির নেতাকর্মীরা।

এসময় ঢাকা কমিউনিটি সেন্টারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিচ্ছে ডাক-গণতন্ত্র মুক্তি পাক এই শ্লোগানে মুখরিত ছিল ছাত্র দলের নেতা কর্মিদের মধ্যে।

আলোচনা সভায় দেশ মাতা উলে¬খ করে বক্তাগণ খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও দেশ নায়ক তারেক রহমানের স্ব-সম্মানে দেশে প্রত্যাবর্তনের দাবি জানান। পরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

- ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

মেহেরপুরে ছাত্রদলের ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল

গতকাল বুধবার কালাম মার্কেট মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, আব্দুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদ বিশ্বাস, জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের সাধারন সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিন, সাজেদুর রহমান বিপ্লব, নাজমুল হোসেন, আবির, সোহানুর রহমান সোহাগ, প্রচার সম্পাদক বকতিয়ার খালেদ বুলবুল, সহ-সাধারন সম্পাদক ফাহিম আহনাফ লিংকন প্রমুখ।

উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ইলিয়াছ হোসেন,আনছারুল হক, এমএকে খায়রুল বাশার, শেখ সাঈদ আহমেদ, জেলা বিএনপির উপদেষ্টা তোজাম্মেল হক, ইদ্রিস আলী দেওয়ান,ডাঃ জবেদ আলী, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, আব্দুল আওয়াল,ইনসারুল হক ইনসু, জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভ’ট্টো,আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাবুদ্দিন মোল্লা।

মেহেরপুরে ‘গণতন্ত্র হত্যা দিবস’ পালন করলো বিএনপি

মেহেরপুরে কেন্দ্র ঘোষীত ‘৩০শে ডিসেম্বর গণতন্ত্র হত্যা দিবস’ পালন করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

সোমবার সকালে জেলা বিএনপির কার্যালয় প্রাঙ্গনে ‘গণতন্ত্র পূনরুদ্ধার ও জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম’ স্লোগানে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিতে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সহ-সভাপতি আব্দুর

রহমান, ইলিয়াছ হোসেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, আব্দুর রশিদ, পৌর বিএনিপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

- নিজস্ব প্রতিনিধি